সন্তান একটি বড় আমানত।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (আল কুরআন 66:6)

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেন সব শিশুই ইসলামের স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে ফেলে। (বোখারী১৩৮৫)

ছেলে-মেয়ে আল্লাহর আমানত। তাদের ঈমান আমলের হেফাজত সবার আগে। অধিকাংশ স্কুলের পরিবেশ ঈমান আমলের জন্য ক্ষতিকর। স্কুল শিক্ষার নামে ইসলাম বিরোধী শিক্ষার সয়লাব বিরাজ করছে।

সকল পিতা-মাতার কর্তব্য, তাঁরা যেন নিজ সন্তানের ঈমানের হেফাজতকে অগ্রগণ্য মনে করে।

নিষ্পাপ ছেলে মেয়েদেরকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে না দেওয়া যেখানে ঈমান আর পবিত্রতা বিক্রি হয়ে যায়।এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন সন্তানগণ নিজ পিতা-মাতার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ দায়ের করে।

রিজক পৌঁছানো আল্লাহর দায়িত্ব। কোন প্রাণী তার নির্ধারিত রিযক গ্রহণ করা ব্যতিত মৃত্যুবরণ করবে না।

দারিদ্রতার ভয় এমন এক জিনিস যা দিয়ে শয়তান আমাদেরকে পাপ কাজে লিপ্ত করে আর আমাদের ঈমান ধ্বংস করতে ব্যবহার করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (আল কুরআন ২:২৬৮)

সর্বোপরি নিজ সন্তানকে ঈমান বিধ্বংসী পরিবেশে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

যতটুকু সম্ভব সব পিতা-মাতাকে উৎসাহিত করতে হবে যেন তাঁরা নিজের সন্তানের স্কুলের পড়াগুলো নিজের ঘরেই সেরে নিতে পারে। এগুলো অসম্ভব কিছুই না। যে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।

সন্তানদেরকে অসৎ সংগ থেকে দূরে রাখার পাশাপাশি বিশুদ্ধ আক্বীদা, প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা আর ইসলামী সভ্যতা শিখানোর সর্বাত্মক চেষ্টা থাকতে হবে।

ছেলে মেয়েদেরকে স্থানীয় মক্তবের শিক্ষার বিষয়ে পিতা-মাতাকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। মক্তব শিক্ষা ছেলেমেয়েদের ইসলাম শিক্ষার জন্য মেরুদন্ডের ন্যায়।

অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ছেলেমেয়েদেরকে যেন বিশ্বস্ত ও পরহেজগার উস্তাদের নিকট পড়তে দেওয়া হয়। তা না হলে যা পড়বে তা শুধু পড়াই থেকে যাবে, কোন আমলে আসবে না।

ছেলেমেয়েদেরকে মক্তব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতে বা মক্তব থেকে সরিয়ে নিতে অহেতুক কোন আপত্তি তোলা সমীচিন নয়।

দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের ছেলেমেয়েদেরকে জাগতিক শিক্ষার বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বুঝানো হয়, অথচ পরকালের শিক্ষার বেশি প্রয়োজন যা, সত্যিকারে ইহকাল ও পরকালে উভয় জাহানের সফলতা অর্জনের মাধ্যম।

অনেক কষ্ট লাগে, পিতা-মাতা চায় না সন্তান জাগতিক শিক্ষা ছেড়ে দিক, কিন্তু সন্তান যদি মক্তবে যেতে না চায় তখন খুশিমনে তা মেনে নেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল। প্রত্যেককে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। (বোখারী - ৮৯৩)

আল্লাহপাক আমাদের যে আমানত দিয়েছেন তা হেফাজত করার তাওফীক দান করুন। আমাদের ঈমান ও দ্বীন আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ঈমান ও দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করুন। আমীন

১৪ জুমাদাল উখরা ১৪৪৩ হিজরী মোতাবেক
১৬ জানুয়ারী ২০২২ ইং

WIFĀQUL 'ULAMA
ASSOCIATION OF SOUTH AFRICAN 'ULAMA
ASPIRING TO PRESERVE THE ESSENCE OF SUNNAH